গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা বিভাগ
সমন্বয় অধিশাখা
www.plandiv.gov.bd

নৈতিকতা কমিটির সভার কার্যবিবরণী

সভার তারিখ ও সময়ঃ ২৭ মার্চ, ২০১৮ সকাল ১০:৩০ ঘটিকা

স্থানঃ সচিব মহোদয়ের সভা কক্ষ (ব্লক নং ৪ কক্ষ নং ৬)
পরিকল্পনা বিভাগ।

সভাপতিঃ মোঃ জিয়াউল ইসলাম
সচিব ও সভাপতি, নৈতিকতা কমিটি, পরিকল্পনা বিভাগ।

১.০ সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা পরিশিষ্ট-ক।

২.০ সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম আরম্ভ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (সমন্বয়) সভাকে অবহিত করেন যে, পরিকল্পনা বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০১৭-১৮ অনুযায়ী প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর নৈতিকতা কমিটির সভা আহবান করার কথা। তাই কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক তৃতীয় ত্রৈমাসিক (জানুয়ারি/১৮ হতে মার্চ/১৮) নৈতিকতা কমিটির সভা আজকে আহবান করা হয়েছে। আজকের সভায় কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক তৃতীয় কোয়ার্টারে কার্যক্রমসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং ৪র্থ কোয়ার্টারের (এপ্রিল/১৮ –জুন/১৮) কার্যক্রমসমূহ নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা/হারে/সংখ্যায় অর্জনে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। তিনি বলেন যে, কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী ৪র্থ কোয়ার্টারে কার্যক্রমসমূহের মধ্যে ১০০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান, জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি আইন প্রণয়ন, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি ও শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান উল্লেখযোগ্য। পিটি ও হিসাব শাখার প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ এবং আপত্তি নিষ্পত্তির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়া জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাড়েমির আইন চূড়ান্তকরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। সভাপতি শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের বিষয়ে জানতে চাইলে যুগ্মসচিব (সমন্বয়) সভাকে অবহিত করেন যে, "শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭" অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ নীতিমালার ৬ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত পদ্ধতিতে কমিটি গঠনপূর্বক নীতিমালার ৩ নং ক্রমিকে বর্ণিত গ্রেডের কর্মচারীদেরকে ৪ নং ক্রমিকে বর্ণিত মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে ৫ নং ক্রমিকে বর্ণিত পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্যতা নির্ধারণপূর্বক পুরস্কার প্রদানের কথা উল্লেখ আছে। পরিকল্পনা বিভাগের কর্মপরিকল্পনায় পুরস্কার প্রদানের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং নীতিমালা অনুযায়ী গত ১৯/০৭/২০১৭ তারিখে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি বাছাই কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য বাজেট শাখায় পত্র লেখা হলে প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে মর্মে অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) জানিয়েছেন। কিন্তু পরিকল্পনা কমিশনের ৬টি বিভাগকে কিভাবে পুরস্কার প্রদান করা হবে তা এখন স্পষ্ট নয়। সভাপতি বলেন যে, পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিটি বিভাগে একজন করে সিনিয়র সচিব/সচিব পদমর্যাদার সদস্য রয়েছেন। "শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা, ২০১৭" অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ ০১ থেকে ১০ নং গ্রেডের একজন কর্মচারী এবং ১১ থেকে ২০ নং গ্রেডের একজন কর্মচারীকে পুরস্কার প্রদান করার যে বিধান রয়েছে পরিকল্পনা কমিশনের বিভাগসমূহ তা অনুসরণ করে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করতে পারে। তিনি বলেন এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সাথে টেলিফোনে আলাপ হয়েছে। তিনি উপরোক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের বিষয়ে একমত প্রকাশ করেছেন। ফলে সভায় পরিকল্পনা কমিশনের সকল বিভাগ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক "শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০১৭" অনুসরণ করে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে ঐক্যমত পোষণ করা হয়।

সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট এর দপ্তর
পরিকল্পনা বিভাগ
তারিখ নং ২৭ তারিখ ৪/৪
সিনিয়র প্রোগ্রামার আইসিটি সেল
প্রোগ্রামার
নেটওয়ার্ক এন্ড ডাটাবেজ
সহকারী প্রোগ্রামার-১
সহকারী প্রোগ্রামার-২
সহকারী নেটওয়ার্ক এন্ড ডাটাবেজ ইঞ্জিনিয়ার
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা

৩.০ সিদ্ধান্তঃ বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

১. পরিকল্পনা বিভাগের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০১৭-১৮ অনুযায়ী ৪র্থ কোয়ার্টারের কার্যক্রম নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায়/হারে অর্জন করতে হবে। এজন্য কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা/সেল কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

২. পরিকল্পনা কমিশনের যে সকল বিভাগ এখনও শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেনি অথবা শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনায় পুরস্কার প্রদান অন্তর্ভুক্ত করেনি সে সকল বিভাগকে স্ব স্ব বিভাগের নৈতিকতা কমিটির অনুমোদনক্রমে কর্মপরিকল্পনা অথবা/এবং কর্মপরিকল্পনায় পুরস্কার প্রদান কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করে এ বিভাগে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

৩. পরিকল্পনা কমিশনের প্রত্যেক বিভাগকে "শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০১৭" অনুসরণপূর্বক পুরস্কার প্রদান বিষয়ে বাছাই কমিটি গঠন করতে হবে। উক্ত বাছাই কমিটি নীতিমালার ৩ নং ক্রমিকে বর্ণিত গ্রেডের কর্মচারীদেরকে ৪ নং ক্রমিকে বর্ণিত মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে ৫ নং ক্রমিকে বর্ণিত পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্যতা নির্ধারণপূর্বক পুরস্কার প্রদান করবে;

৪. পরিকল্পনা কমিশনের সকল বিভাগকে এবং পরিকল্পনা বিভাগের আওতাধীন 'জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি' এবং 'বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান' -কে তাদের স্ব স্ব কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অন্যান্য কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

৪.০ সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/- ০৩/০৪/২০১৮ খ্রিঃ
(মোঃ জিয়াউল ইসলাম)
সচিব
ও
সভাপতি
নৈতিকতা কমিটি, পরিকল্পনা বিভাগ।

নং- ২০.০০.০০০০.৩৩২.০৪.০০২.১৩(অংশ-১)- ৯৬৩

তারিখঃ ২১ চৈত্র, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ
০৪ এপ্রিল, ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মহাপরিচালক, জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী, নীলক্ষেত, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
৩. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ই-১৭, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪. প্রধান (সকল), পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা ও সদস্য, নৈতিকতা কমিটি, পরিকল্পনা বিভাগ।
৫. যুগ্মসচিব (সকল), পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
৬. যুগ্মপ্রধান (এনইসি একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ), পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
৭. উপসচিব (সকল), পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
৮. উপপ্রধান (পরিকল্পনা শাখা), পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
৯. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা (**Website** এ প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য)
১০. সিনিয়র সহকারি সচিব (সকল), পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
১১. সচিবের একান্ত সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

০৪/০৪/২০১৮
(শ্যামল কুমার সিংহ)
যুগ্মসচিব
ফোনঃ ৯১১৭৯১৪
e-mail: dsplandivco@gmail.com